



135255 - যাত্রীরা যবে জনিসিপত্র বমিন বন্দরে ফলে যায় সগেলোর কষত্রে করণীয়

প্রশ্ন

আমি বমিন সকেটরে বমোনকি হসিবে চাকুরী করি। ফ্লাইট শডিউলে গতকাল আমি সটৌদি আরবরে জদেদাতে ল্যান্ড করছেলাম। এক ঘন্টারও কম যাত্রাবরিতকালে আমি গ্রাউন্ড কর্মকর্তাকবে জিজ্ঞেসে করছেলাম যবে, তার কাছে জমজমরে পানি আছে কনি? তিনি বললনে: হ্যাঁ। আমি তাকে জিজ্ঞেসে করলাম: এ পানি কোথা থেকে এনছেন? তিনি বললনে: বমিনবন্দরে অনকে জমজমরে পানি পাওয়া যায়; নানাবধি কারণে। যমেন ব্যাগজেরে কারণে কউে রখে চলে গেছে। কথিবা যখন পানিটি বোঝাই করার সময় দেখা গেলে পানির মালিককে শনাক্তকারী স্টিকারটি ছড়া কথিবা ফ্লাইট বাতলি হলো... ইত্যাদি। আপনি নিশ্চিতি হতে পারবনে না যবে, কোন কারণে সটে বমিন বন্দরে পড়ে আছে। এরপর এ পানিগুলো বমিন বন্দরে পড়ে থাকে। যদি কাউকে দিয়ে দেয়া না হয় তাহলে এ পানিগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। এমতবস্থায় আমার পরবর্তী ফ্লাইটে আমি কি এমন কিছু পানি নিতে পারি? জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

বমিনরে যাত্রী যবে পানির কথা ভুলে যান কথিবা বমিন বন্দরে রখে চলে যান:

হয়তো সবে পানির সাথে পানির মালিকরে অন্য কোন ব্যাগও থেকে থাকবে যবে ব্যাগটি তার নামে রেজিস্ট্রি করা হয়েছে এবং বমিন সবো প্রদানকারী কোম্পানির দায়িত্বে সটে প্রবশে করছে। এমতবস্থায় এই ব্যাগরে মালিক ব্যাগটি ও ব্যাগরে সাথে পানিটি নিয়ার জন্য ফরেত আসে কনি সটৌর অপেক্ষা করতে হবে। যদি জানা যায় যবে, ব্যাগরে মালিক কখনও ফরেত আসবে না কথিবা ফরেত আসার আশা শেষে কথিবা পানিটি নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়; তাহলে পানিটি বিক্রি করে দেয়া হবে এবং এর মূল্য মালিকরে পক্ষ থেকে সদকা করে দিতে হবে।

সংশ্লিষ্ট কোম্পানির উপর আবশ্যিক যাত্রীর চুক্তিপত্রে উল্লেখিত সময়সীমা পর্যন্ত তার ব্যাগজে সংরক্ষণ করা।

শাইখ উছাইমীনকে জিজ্ঞেসে করা হয়:

“কোন লন্ডরীতে কিছু কাপড় দুই মাসরে বেশি সময় ধরে পড়ে আছে; কাপড়গুলোর মালিকদেরে পরচিয় জানা নাই। কনিতু ভাউচাররে শর্তগুলোর মধ্যে উল্লেখ করা আছে যবে, দুইমাসরে বেশি সময় কোন মালিক কাপড় ফলে রাখলে লন্ডরী এর জন্য



দায়বদ্ধ নয়। লন্ড্রীর মালিকি কাপড়গুলো নজিৎ ব্যবহারের জন্য কথিবা বক্রি করার জন্য কথিবা সদকা করার জন্য নিয়ে নতিতে পারনে? যদি কাপড়গুলো নিয়ে কছি একটা করে ফেলোর পর মালিকি এসে কাপড়গুলো চায় তখন লন্ড্রীর মালিকি কাপড়ের মূল্য ফেরত দিতে কি বাধ্য; নাকি বাধ্য নয়?

জবাবে তিনি বলেন:

যদি কাপড়ের মালিকিকে এই শর্ত দেয়া হয় যে, দুই মাসের বেশি দেরী করলে তার কাপড় দাবী করার অধিকার থাকবে না: তাহলে কাপড়ের মালিকিই দেরী করছে। দুই মাস পূর্তরি পর লন্ড্রীর মালিকি কাপড়গুলো সদকা করে দিতে পারনে; যদি কউে সদকা হিসাবে নতিতে চায় কথিবা নজিৎ পরতে পারনে কথিবা বক্রি করে এর মূল্য সদকা করে দিতে পারনে। কিন্তু আমার অভিমত হলো দুই মাসের পর আরও দশদনি বা পনের দনি অপেক্ষা করা। কনেনা হতে পারে কাপড়ের মালিকি ফেরত আসবে। হতে পারে তার গাড়ী নষ্ট হয়ে গেছে কথিবা সেকোন রোগে আক্রান্ত হয়েছে। উত্তম হলো অপেক্ষা করা।”[লিক্বাউল বাব আল-মাফতুহ (১১/২১৫)]

তিনি আরও বলেন:

“তাদের উভয়ের মধ্যে যদি নির্দিষ্ট কোন সময়ের চুক্তি থাকে তাহলে যখন সেই সময়টি অতবাহতি হবে তখন তার জন্য সটো সদকা করে দেয়া কথিবা বক্রি করে এর মূল্য সদকা করে দেয়া জায়যে হবে।

আর যদি উভয়ের মাঝে নির্দিষ্ট কোন সময়ের চুক্তি না থাকে তাহলে এক মাস বা দুই মাস পরে বক্রি করে দেয়া জায়যে হবে না। বরং এই কাপড়গুলোর মালিকি ফেরত আসার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যাওয়ার পূর্ববে এগুলো বক্রি করবে না কথিবা কোনরূপ হস্তক্ষেপ করবে না। যদি নিরাশ হয়ে যায়; তাহলে তার উপর কোন দায় থাকবে না। কনেনা অনন্তকাল পর্যন্ত এই কাপড়গুলো বা এই কার্পটেগুলো দিয়ে তার জায়গা দখল করে রাখা সম্ভবপর নয়।”[লিক্বাউল বাব আল-মাফতুহ (১৯/২১৫)]

নয়তো পানটি কোন যাত্রীর কোন ব্যাগেরে অধিকৃত হবে না। অথচ ফ্লাইটের সময় অতিক্রম হয়ে গেছে কথিবা পানির উপর কোন তথ্য রজিস্ট্রি করা হয়নি এবং বমিন বন্দরে কিছুদনি পড়ে রয়েছে যাতা পূর্বল ধারণা হয় যে, পানির মালিকি পানটি রখে চলে গেছে কথিবা তার ফ্লাইট মসি হয়েছে; তাই পানটি নিয়োর জন্য কথিবা খোঁজ করার জন্য সেকোন বন্দরে ফেরত আসা একবোরেরে অযৌক্তিক। সেক্ষেত্রে বমোনিকি বা অন্য কর্মচারীদের পানটি ব্যবহারে কোন অসুবিধা নই। কনেনা সেক্ষেত্রে এ পানির হুকুম তুচ্ছ কুড়ানো জনিসি কথিবা যে জনিসিরে মালিকি অনাগ্রহবশতঃ সটোকে ফলে চলে গেছে: যে ব্যক্তি এটি পেয়েছেন তার জন্য এর থেকে উপকৃত হওয়া জায়যে।

আর যদি কর্তৃপক্ষ এমন কাউকে দিয়ে দেয় যারা এর দ্বারা উপকৃত হতে ইচ্ছুক; হোক তারা কর্মচারী কথিবা যাত্রী তাহলে সটোও ইনশাআল্লাহ ভালো।



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।